R/N. No. 2532/57 Phone : 66228 (Press), 67228 (Resi.)/STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা

বি কে
ষ্টিল ফার্ণিচার

অনুমোদিত বিক্রেতা ঃ ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাংক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৭শ বর্ষ
৫ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৪০৭ সাল।
১৪ই জুন, ২০০০ সাল ।

নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

ফ্রন্টের ভোট বাড়লেও বোর্ড গঠনে বেকায়দায় কেন—পর্যালোচনা চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুরে পুর ভোটে গতবারের তুলনায় বামফ্রন্টের ভোট বেড়েছে ৬ শতাংশ। কিন্তু ৪৭ শতাংশ ভোট পাবার পরেও বোর্ড গঠনে বেকায়দায় বামপন্থীরা। এ নিয়ে দলীয় স্তরে নানা ধরনের পর্যালোচনা চলছে। প্রাথমিকভাবে ওয়ার্ড ভিত্তিক মহাজোট গঠন ও ২, ১৩, ১৪, ২০ নম্বরে ভোটের আগের রাতে ব্যাপক টাকার খেলাকে এই বিপর্যয়ের কারণ হিসাবে ব্যাখ্যা করা হলেও বামপন্থীরা নিজেদের ত্রুটি ও দুর্বলতা পর্যায়ক্রমে চিহ্নিত করতে শুরু করেছেন। দলীয় তরফে সরাসরি স্বীকার না করা হলেও ভোটের আগে শহর জুড়ে নানা জায়গায় জরুরীভিত্তিতে কাজ এবং অনেক ক্ষেত্রেই ভোটারদের সন্তুষ্ট করার জন্য ইটের রাস্তাকে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়াকে বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভোটের আগে এ ধরনের কাজে (শেষ পৃঃ)

সাগরদীঘির বি ডি ও-র স্বেচ্ছাচারিতায় মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অকেজো

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আদালতের আদেশ মতো ও জেলা শাসকের নির্দেশে সাগরদীঘি ব্লকের মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ঊষা রাজমল্ল ও পঞ্চায়েত সচিবের বিরোধের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত সময় মতো না করে সাগরদীঘির বিডিও স্বরূপ সিকদার মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতকে অকেজো করে রেখেছেন বলে অভিযোগ। এ দিকে খবর মরশুমে পানীয় জল সমস্যাসহ নানা সমস্যায় গ্রামবাসীরা জর্জরিত। বিডিও প্রধানের অর্থনৈতিক ক্ষমতা রোধ করেছেন। অন্যদিকে সচিব বিডিওর কার্যালয়ে বসে অফিস করছেন। ঘটনায় প্রকাশ, সচিবের বিরুদ্ধে দুর্নীতি এবং অরাজকতার অভিযোগ তুলে প্রধান হাইকোর্টে বাসুদেব পানিগ্রাহির আদালতে একটি মামলা করেন। বিতর্কিত সচিব (শেষ পৃষ্ঠায়)

জাল তপশীল সার্টিফিকেট নিয়ে ১৫নং ওয়ার্ডে শর্মিষ্ঠা কমিশনার—বি জে পির অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর পুরসভার ১৫নং ওয়ার্ডের বিজেপির পরাজিত প্রার্থী লক্ষ্মী দাস ঐ ওয়ার্ডের জয়ী বাম সমর্থিত নির্দল প্রার্থী শর্মিষ্ঠা সরকারের প্রার্থীপদের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছেন। ঐ ওয়ার্ডটি এবার তপশীল মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। লক্ষ্মী দাসের বক্তব্য শর্মিষ্ঠা সরকার জন্মসূত্রে তপশীল জাতিভুক্ত নন। সত্য গোপন করে ১৯৮৪ সালে ১৩/১৪ বছর বয়সে তাঁর বাবা তাঁর নামে ঐ সার্টিফিকেট বার করান। তাঁরা আদতে বৈশ্য সাহা। পরে নিজেদের শুঁড়ি সাহা পরিচয় দিচ্ছেন। এঁদের পূর্বপুরুষ শশীভূষণ সাহা বর্তমানে বাংলাদেশের শিবগঞ্জ নিবাসী ছিলেন। তাঁর তিন ছেলের অন্যতম যোগেন্দ্র সাহা জঙ্গিপুরে বসবাসকালে সরকার পদবী গ্রহণ করেন। যোগেন্দ্র সরকারের (শেষ পৃষ্ঠায়)

নিরাপত্তা রক্ষীদের সামনেই জঙ্গিপুর ব্যারেজের জঙ্গল সাফ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর ব্যারেজ ফিডার ক্যানেলের দু' ধারের ঘন জঙ্গল কেটে সাফ হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। বন বিভাগের লাগানো ক্যানেলের দু' ধারে গাঙ্গিন, ফতুল্লাপুর, শেরপুর, সুজনীপাড়া, সাদিকপুর প্রভৃতি গ্রামে যে ঘন জঙ্গল ছিল তা পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে। কাঠ পাচার-কারীদের অত্যাচারে জঙ্গলের (শেষ পৃষ্ঠায়)

সরকারী বাস চাপা পড়ে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৩ জুন সকালে সামসেরগঞ্জ থানার বাসুদেবপুর রেল ষ্টেশনের কাছে ইস্তেকাব আলম (১৩) নামে এক কিশোর সরকারী বাসে চাপা পড়ে মারা যায়। ছেলেটিকে বাঁচাবার চেষ্টা করেও মালদা—পুরুলিয়া রুটের দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের বাসটি (নং WB631658) শেষ রক্ষা করতে পারেনি। ইস্তেকাবের ঘটনা-স্থলেই মৃত্যু হলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে।

দিনের আলোয় নৃশংস খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ শহর লাগোয়া আইলের উপরের পরেশ মন্ডল গত ৫ জুন বিকেলে নিস্তা সাঁকোর কাছে আততায়ীদের হিংস্র কোপে নৃশংসভাবে খুন হন। খবরে প্রকাশ, নিস্তা গ্রামের বীরেন মন্ডলের বিয়ে হয় শিশাতলার সুদন মন্ডলের মেয়ের সঙ্গে। শ্বশুর মেয়ে-জামাইকে ১২ কাঠা জমি দেন। পরবর্তীতে ওদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেলে ঐ জমির ৬ কাঠা মেয়ের অংশ সুদন মন্ডল বিক্রী করে দেন আইলের উপরের পরেশ মন্ডলকে। এই আক্রোশে বীরেন মন্ডল (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার হচ্ছে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভান্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভান্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩১শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০৭ সাল।

॥ আর রক্ত নহে ॥

মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীবিক্রম সরকার তাঁহার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিআই প্রার্থী শ্রীগুরুদাস দাশগুপ্তকে ৪১,৪১৫ ভোটের ব্যবধানে হারাইয়া জয়লাভ করিয়াছেন। শ্রীসরকার ৪,২৬,৭১৯টি এবং শ্রীদাশগুপ্ত ৩,৮৫,৩০৪টি ভোট পাইয়াছিলেন। ১৯৭৭ সাল হইতে এই কেন্দ্রে বামদলের (সিপিআই) আধিপত্য এই প্রথম ধাক্কা খাইল।

ভোটের বহু পূর্ব হইতে এই লোকসভা কেন্দ্রের গ্রামীণ মানুষেরা পারস্পরিক হানা-হানিতে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। এক গ্রামের মানুষ অপর গ্রামের মানুষের প্রতি নির্দ্বিধায় গুলি চালাইয়াছে: খুনজখমে মাতিয়াছে, অগ্নিসংযোগে ঘরবাড়ি ভস্মীভূত হইয়াছে। বাড়িঘর ছাড়িয়া বহু লোক অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলেন। এই সংঘর্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিপিএম ও তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থকেরা লিপ্ত ছিলেন। সিপিএম অধ্যুষিত গ্রামে তৃণমূল মার খায়; আর তৃণমূল প্রভাবিত গ্রামে সিপিএম বিপন্ন হয়। অথচ এই রক্তক্ষয়ী হানাহানি-সংঘর্ষের নিবৃত্তি ঘটাইতে সরকারের গড়িমসি ভাবের কারণ বুঝা যায় নাই। বেশ কিছু প্রাণ ভোটের পূর্বেই চলিয়া গিয়াছে। হুমকি, ভীতিপ্রদর্শন, সন্ত্রাস সৃষ্টি, এমন কি আগ্নেয়াস্ত্র মারফৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে বলিয়া সতর্কীকরণ—তাহা যে পক্ষ হইতে অন্য পক্ষের উপর হউক না কেন, মানুষ কিন্তু সচেতনভাবেই ভোট-দানের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। ভোটের গতি-প্রকৃতি দেখিয়া অনেকের মনে হইয়াছে যে, পাঁশকুড়ার মানুষ আর সহ্য করিবেন না। ভোটযন্ত্রে ইহার সমুচিত জবাব দিতে হইবে।

তবে এই উপনির্বাচন যে নানা কারণে বৈশিষ্ট্যময়, তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। প্রথমত সিপিআই প্রার্থীর অনুকূলে জনমনকে আনিতে বড় বড় সিপিএম নেতা এবং অন্য দলের নেতা পাঁশকুড়ায় নির্বাচনী প্রচারে শামিল হন। তৃণমূলের পক্ষে যতটুকু করিয়াছেন, তাহা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার সঙ্গীরা। এই নির্বাচনে এক প্রকারের গণজাগরণ ঘটিয়াছে। প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া ভোট প্রদান করা হইয়াছে। পূর্বাপর যেমন বলা হয় ও করা হয়, এবারও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। অর্থাৎ এক পক্ষ অপর পক্ষের নামে রিগিং, ছাপ্পা ভোট, বুথ দখল ইত্যাদির অভিযোগ আনিয়াছেন। এই উপনির্বাচনে র‍্যাফ, সশস্ত্র পুলিশ প্রভৃতির দ্বারা লোকসভা কেন্দ্র জয়লাভ হইয়াছিল। আর কোনও নির্বাচনে এমন ব্যাপক ও নিশ্ছিদ্র আয়োজন নির্বাচন কমিশন, বোধ করি, করেন নাই। বামফ্রন্টের পক্ষ হইতে জনগণের রায়কে স্বানুকূলে আনিবার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছিল। পাঁশকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে উপলক্ষ করিয়া রক্তপাত, অগ্নিদাহ ইত্যাদিতে মানুষ এত জেরবার হইয়া পড়েন যে, ভোটের মাধ্যমে একটা পরিবর্তন যেন সকলেরই কাম্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

আর সেই মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। এখন শান্তির প্রয়োজন। বিজয়ী পক্ষ ও বিজিত দল—উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন প্রয়োজন। খুনজখম, সম্পত্তিনাশ প্রভৃতি অপচেষ্টা সর্বপ্রকারে বন্ধ করিতে হইবে। শত্রুতার মনোভাব উভয় পক্ষই দূর করুন; মানুষের মঙ্গল সাধন করুন—এই আবেদন রাখিতেছি। সারা পশ্চিমবঙ্গে খুন-জখম বন্ধ হউক।

কোন এক কুম্ভকর্ণের দেশ

(কাল্পনিক দেশের কাহিনী)

আনন্দগোপাল বিশ্বাস

পার্লামেন্ট নাকি শুয়োরের খোঁয়াড়। তবে এদেশের পার্লামেন্টকে ঐ নামে ডাকলে শুয়োরের অমর্যাদা করা হ'বে। পার্লামেন্ট হবে দেশের জ্ঞানীগুণী, বিভিন্ন দিকের দিকপাল, পণ্ডিত-বিদগ্ধজনের সম্মেলন স্থল। যেখানে দেশের বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা করে দেশের অগ্রগতির বুনিয়াদকে মজবুত করা হ'বে। কিন্তু কুম্ভকর্ণের দেশের পার্লামেন্ট সদস্য তথা মন্ত্রীগণ অধিবেশন চলাকালে যে ধরনের কথাবার্তা বলে, এক দলের বিরুদ্ধে আর এক দলের কাদা ছোড়াছড়ি করে। তা কোন সভ্যদেশে বিরল। এরা জ্ঞানীগুণী, দিকপাল, পণ্ডিত কোন দলেই পড়ে না।

জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সদস্যগণের অধিকাংশই জনবিরোধী কি এমন দেশবিরোধী কাজ করতেও দ্বিধা করে না। তা না হ'লে প্রতিরক্ষার সরঞ্জাম নিয়েও চলে লেনদেনের খেলা। সমরাস্ত্র যা হওয়া উচিত সব সময় সেরা ধরনের, তাও নিম্নমানের কেনা হয় ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে তাকিয়ে। এখানকার সদস্যগণের অধিকাংশই নিজের এবং নিজের আত্মীয়-স্বজনের স্বার্থের জন্য করতে পারেন না এমন কোন কিছু নাই। এরা পশুর খাদ্য খেয়ে নেয়, আলকাতরা খেয়ে নেয়, মানুষের জীবন বাঁচাবার যে ঔষধ তাও খেয়ে নেয়। এঁদের অনেকেই খুনী, গুণ্ডা অথবা খুনী গুণ্ডার পৃষ্ঠপোষক। মিথ্যা কথা বলতে এদের জুড়ি পাওয়া ভার। যে কথা বলে, পরক্ষণেই তা বলিনি বলে জানিয়ে দেয়। কথায় আছে না লজ্জা-ঘৃণা-ভয়—তিন থাকতে নয়। নেতারা এই তিনটিকেই জয় করতে পেরেছেন তা না হ'লে একটার পর একটা কেলেঙ্কারীর কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ার পরেও কেউ নির্লজ্জের মত বলতে পারে 'এ সব মিথ্যা কথা, তার ভাবমূর্তি নষ্ট করবার জন্য এসব করা হচ্ছে!' ভাবমূর্তি! হাসি পায় এদের কথা শুনে! কেউ আবার কোটি কোটি টাকা লুটে নিয়েও নিজেকে সাচ্চা প্রমাণ করবার জন্য সভাতে গরীব জনগণকে হাজির করে তার জনসমর্থনের বহরটা মানুষকে দেখায়। এরা কোন্ জনগণ? যারা এই ঘুমের দেশে ঘুমপাড়ানি গান শুনতে অভ্যস্ত একদল নিরক্ষর, বুভুক্ষু মানুষ, যারা জানে নেতার ঐ সভাতে হাজির না হলে গুণ্ডা দিয়ে ওদের শেষ করে দেওয়া হবে! অতএব সভায় হাজির থাকতে হয়—হাততালি দিতে হয়, নেতার নামে জিন্দাবাদ ধ্বনি তুলতে হয়। আর এতেই নাকি প্রমাণ হয়ে যায় নেতা কত সাচ্চা! এ দেশের মানুষের হাজার সমস্যা! তা সমস্যা থাকুক। নেতারা অর্থ সম্পত্তির পাহাড় তৈরী করতে ব্যস্ত! দেশ জাহান্নামে যাক! দেশবাসী সমস্যা নিয়ে বেঁচে থাক। ভোটের সময় তাদের সমস্যা দূর করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আবার জিতে আসা যাবে। প্রতিশ্রুতি—শুধুই প্রতিশ্রুতি! তা পালন করার দায়-দায়িত্ব নেতার নাই, তাকে প্রতিশ্রুতি পালনে বাধ্য করা যাবে তেমন কোন আইনও এ দেশে নাই।

(ক্রমশঃ)

রঘুনাথগঞ্জের দুই ছাত্র জেলায় প্রথম ও দ্বিতীয়

নিজস্ব সংবাদদাতা: এস ইউ সি আই পরিচালিত প্রাথমিক শেষ পরীক্ষায় এবার রঘুনাথগঞ্জ কিশলয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হাম্বির চৌধুরী (৩৩৭) জেলায় প্রথম ও বর্ণব ব্যানার্জী (৩৩৪) জেলায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। গত ২১ মে কলকাতা মহাজাতি সদনে এক অনুষ্ঠানে তাদের পুরস্কৃত করা হয়।

ছাত্রের কৃতিত্ব

ধুলিয়ান: স্থানীয় বৈদ্যনাথ আর্ট স্কুলের ছাত্র অমিত সরকার সম্প্রতি সারা ভারত অঙ্কন প্রতিযোগিতায় মেরিট এ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। কাঞ্চনতলা হাই স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র অমিত ধুলিয়ান পুরসভার লালপুর এলাকার অতি দরিদ্র পরিবারে থেকে এ কৃতিত্ব লাভ করেছে।

জলে ডুবে, সর্প দংশনে ও বজ্রাঘাতে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১০ জুন সাগরদীঘি ব্লকের বিষ্ণুপুর গ্রামে পুকুরে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে অতনু চ্যাটার্জী (১৯) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়। অতনু রঘুনাথগঞ্জ ঠাকুরবাড়ী নিবাসী রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীর পুত্র। সেদিনই সে বিষ্ণুপুরে মামারবাড়ী গিয়ে দুপুরে মামাসহ তিনজন কানাদীঘিতে স্নান করতে গেলে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে খবর। অতনু সাঁতার জানত না। অন্যদিকে ঐ ব্লকেরই মনিগ্রাম স্বাস্থ্যকেন্দ্র সংলগ্ন মালপাড়ায় সম্প্রতি অর্জুন রাজমল্লকে গোখরো সাপে কামড়ালে সে মারা যায়। সাপে কাটার সঙ্গে সঙ্গে বাঁধন দিলেও পরে গ্রাম্য কবিরাজের পরামর্শ মতো বাঁধন খুলে দিতেই অর্জুনের মৃত্যু ঘটে। এ ছাড়া গত ১০ জুন রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের পশই গ্রামে দুপুর ১টা নাগাদ মাঠের মধ্যে এক পুকুরে মাছ ধরার সময় বাজ পড়ে উদয় মন্ডল (১৩) মারা যায়। ফড়িং মন্ডলের একমাত্র ছেলে উদয়ের শরীরের নীচের অংশ সম্পূর্ণ পুড়ে যায় বলে ঐ গ্রামের গৌড়চন্দ্র মন্ডল সূত্রে জানা যায়।

ডাক্তারের অভাবে মনিগ্রাম উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র অচল

সাগরদীঘি ঃ এই ব্লকের মনিগ্রাম উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ডাক্তারের অভাবে অচল হয়ে পড়েছে বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। কয়েক বছর আগে সাগরদীঘি থেকে ডাঃ আশীষ মুখার্জী এখানে আসতেন। এরপর রঘুনাথগঞ্জ থেকেও একজন ডাক্তার কিছুদিন যাতায়াত করেন। বর্তমানে প্রায় দু' মাস এখানে কোন ডাক্তার আসেন না। অথচ এই উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির উপর নির্ভরশীল সাগরদীঘি ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার গ্রামবাসী ছাড়াও লালগোলা থানার বহু রোগী। ডাক্তার ছাড়া এই উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কম্পাউন্ডার, সুইপারসহ ৫ জন স্বাস্থ্যকর্মী আছেন। তাঁরাও বর্তমানে প্রায় কর্মহীন। এখানে রোগী ভর্তির জন্য দশটি শয্যাও আছে।

আফিডেবিট

আমি কার্ত্তিকচন্দ্র মন্ডল ও কার্ত্তিক মন্ডল পিতা মৃত পুলিনচন্দ্র মন্ডল, আইলের উপর, থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ একই ব্যক্তি প্রমাণে গত ৩০-৯-৯৯ তারিখ জঙ্গিপুর নোটারী আদালতে আফিডেবিট করিলাম।

এস টি ডি বুথ-এর জন্য এবং বাংলা-ইংরেজী টাইপ জানা একজন মহিলা আবশ্যক। কাজের সময় সকাল ১০টা—সন্ধ্যে ৫টা।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

সুমন দাস

C./O. হীরেন্দ্রনাথ দাস (ষষ্টিবাবু)

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে

ফাঁসিতলা, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

ফোন নং ৬৬-৫১৫, এস টি ডি ০৩৪৮৩

স্মরণে

অতনু চট্টোপাধ্যায় (ভুলু)

জন্ম—১-৫-১৯৮১, মৃত্যু—১০-৬-২০০০

তুমি আমাদের পরিবারের ছোট ছেলে। সমস্ত মায়া ত্যাগ করে সেই যে গেলে—আর ফিরে এলে না।

হয়েছে তোমার সমস্ত কাজের ইতি—
আজ সেই সব আমাদের স্মৃতি।

তোমার প্রাণোচ্ছল অমর আত্মার শান্তি কামনায়—

মা, বাবা, ভাই, দিদি ও সমস্ত পরিবারসহ বন্ধু বান্ধব।

ঠাকুরবাড়ি, রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

প্রতিবন্ধী চিহ্নিতকরণ শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৪ মে রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্র ভবনে দুপুরে ও জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে সকালে এক প্রতিবন্ধী চিহ্নিতকরণ শিবিরে ২০ জন প্রতিবন্ধীকে চিহ্নিতকরণ করা হয়। পরে ঐ সব প্রতিবন্ধীদের কার্ড প্রশংসাপত্র দেওয়া হবে বলে জানা যায়। ২০ জন মূক ও বধিরদেরও চিহ্নিতকরণ করা হয় ঐ শিবিরে। এ ছাড়া প্রায় ২২ জন মূক ও বধিরদের এবং ১৫ জন প্রতিবন্ধীকে চিকিৎসারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিবিরে কলিকাতার বনহুগলীর এন আই ও এইচের এবং মুম্বাই-এর এন আই এইচ-এর কর্তারা ছাড়াও প্রতিবন্ধী নিগমের কমিশনার এস কে অধিকারী, সাংসদ আবুল হাসনাত খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তবে বহরমপুরের অর্থোপেডিক তিন ডাক্তার শিবিরে না আসায় প্রতিবন্ধীদের চিহ্নিতকরণ করা হলেও তাঁদের প্রতিবন্ধকতার শতাংশ নির্ণয় করা যায়নি বলে জানা যায়।

এ ছাড়া গত ৪ ও ৫ মে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভারত সরকারের প্রতিবন্ধী আর্থিক সহায়তা কেন্দ্র দ্বারা প্রায় ৪৫০ জন প্রতিবন্ধীকে চিহ্নিতকরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উদ্বোধক পতাকা বিড়ি কোম্পানীর ম্যানেজার রেজাউল করিম, সুতী ১ ব্লকের সিডিপিও পার্থসারথি বসু, মহকুমা হাসপাতাল সুপার ডাঃ তপন মন্ডল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন শ্রীমা শিল্প নিকেতনের বিজয় মুখার্জী।

আপনি কি জানেন ?

ত্রুটিপূর্ণ দ্রব্য/পরিষেবার ক্ষেত্রে ঘাটতি/নির্দিষ্ট দরের চেয়ে বেশী দাম গ্রহণ/জীবন ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সংকটজনক দ্রব্য বিক্রয়ের বিরুদ্ধে ক্রেতা আদালতে অভিযোগ দায়ের করা যায়।

৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের জন্য জেলা কোরাম/ ৫ লক্ষাধিক থেকে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত রাজ্য কমিশনে/ ২০ লক্ষাধিক টাকা ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে জাতীয় কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা যায়।

অভিযোগ দায়ের করতে কোন অর্থ বা ষ্ট্যাম্প পেপার লাগে না।

অভিযোগ ডাকযোগে/স্বয়ং/প্রতিনিধির মাধ্যমে জমা দেওয়া যায়।

ঘটনার দিন থেকে দু' বছরের মধ্যে অভিযোগ করা যায়।

প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন—

ক্রেতা বিষয়ক দপ্তর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১১ এ, মির্জা গালিব ষ্ট্রীট

কলিকাতা—৭০০০৮৭

স্মারক সংখ্যা ২৪৭ (৬) তথ্য/মুর্শিদাবাদ তাং ৬-৬-২০০০

আফিডেবিট

আমি ইসরাইল সেখ ও আসরাইল সেখ পিতা নুজ্জাহাক সেখ, সাং রামডোভা, থানা সুতী, জেলা মুর্শিদাবাদ একই ব্যক্তি প্রমাণে গত ৮-৬-২০০০ জঙ্গিপুর নোটারী আদালতে আফিডেবিট করিলাম।

মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অকেজো (১ম পৃষ্ঠার পর)

৯৬-৯৭ ও ৯৭-৯৮ এর এনজিআর অর্থাৎ খয়রাতির সাহায্য নিয়ে চরম কারচুপি করেছিলেন বলে তৎকালীন বিডিও অজয় ঘোষ তাঁর বিরুদ্ধে জেলা শাসককে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান বিডিও এসে তা ধামাচাপা দিয়ে দেন। এবারেও প্রধান ও সচিব বিরোধে বিডিও অযথা সময় নষ্ট করছেন বলে গ্রামবাসীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। জেলা শাসক বিডিওকে এ বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট দেবার নির্দেশ দিলেও তা নিয়ে বিডিও গড়িমসি করছেন বলে অভিযোগ।

জঙ্গিপুর ব্যারেজের জঙ্গল সাফ (১ম পৃষ্ঠার পর)

শিশু, মেহগনিসহ বহু মূল্যবান গাছ চুরি হয়ে যাচ্ছে বন বিভাগের নিরাপত্তা কর্মীদের সামনেই। জানা যায় বন বিভাগের ৫/৬ জন নিরাপত্তা রক্ষী দিবারাত্র ঐ জঙ্গল পাহারার দায়িত্বে থাকেন। তবুও কাঠ চুরির বিরাম নাই কেন এটাই রহস্য। গ্রামবাসীদের অভিযোগ পাচারকারীরা দলবল নিয়ে রাতে ট্রাক ভর্তি করে কাঠ কেটে নিয়ে যাচ্ছে। গত এপ্রিলে নুরপুর ক্যাম্পের ডিউটিরত বিএসএফ রাতে এক লরী ভর্তি কাঠ আটক করে অরঙ্গাবাদ কাষ্টমসে জমা দেয়, যা আজও সেখানে পড়ে আছে। এইভাবে গাছ চুরি যাওয়ায় এলাকার পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে বলেও কেউ কেউ উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

দিনের আলোয় নৃশংস খুন (১ম পৃষ্ঠার পর)

তার সাকরেদ দুর্যো, অনাদি ও শ্রীনন্দনকে নিয়ে নিস্তা সাঁকোর কাছে পরেশকে হাঁসুয়া দিয়ে জখম করে সাঁকোর নীচে ফেলে দেয়। মাঠের রাখালরা এই খবর গ্রামে দিলে গ্রামবাসীরা রক্তাক্ত পরেশকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে আনার পথে তিনি মারা যান। এ ব্যাপারে সংবাদ লেখা পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

বেকারদায় কেন পর্যালোচনা (১ম পৃষ্ঠার পর)

কিছু কিছু মানুষ সন্তুষ্ট হলেও অনেকেই যার পর নাই ক্ষুব্ধ। এ ছাড়াও কেবল্ টিভিতে পুরসভার উন্নয়নের ধারা প্রচারকেও শহরের মানুষ ভালোভাবে নেননি। ২০নং, ১নং ও ২নং ওয়ার্ডের কিছু জনগোষ্ঠী ব্রিজের কাজ শুরু হবার সময় উচ্ছেদ নিয়ে জোর জবরদস্তি এবং পরে পুনর্বাসন নিয়ে টানাপোড়েনের কারণে ক্ষুব্ধ ছিলেন। তার প্রতিফলনও ভোটবাক্সে পড়েছে। এদিকে বামফ্রন্টের হয়ে প্রচারে অস্বস্তিকর কিছু ব্যক্তির অংশগ্রহণ কোন কোন অঞ্চলের বাম সমর্থকদেরও বিব্রত করেছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। এদের মধ্যে ১৬নং, ১৭নং ও ২০নং-এ প্রচারের দায়িত্বে থাকা শিক্ষক নেতা অরুণ মুখার্জী, আরএসপি নেতা প্রদীপ নন্দী, জঙ্গিপুরের মহঃ গিয়াসুদ্দিন অন্যতম বলে বাম সমর্থক মহলের খবর। এলাকার ভোটারদের কাছে এদের গ্রহণযোগ্যতার অভাবের কারণেই বামজোটের প্রার্থীদের অপ্রিয় হতে হয়েছে বলে সক্রিয় এক বামপন্থী কর্মী জানিয়েছেন। নির্বাচনের প্রাক্কালে মন্ত্রী আনিসুর রহমানের বক্তৃতাকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর হিন্দু ভোটারদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া জঙ্গিপুর পারের প্রাক্তন সিপিএম কমিশনারদের প্রচারে তেমন গুরুত্ব দিয়ে কাজ না করা বা কোন কোন বাম নেতার অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপও সেখানকার ভোটে সিপিএমের ভরাডুবির কারণ বলেও বিশ্লেষণে উঠে এসেছে। পুর ভোটের প্রচারের শেষ লগ্নে জঙ্গিপুর পারে চিহ্নিত চোরাকারবারী ও সমাজবিরোধীদের নিয়ে মোটর সাইকেল মিছিল নিরীহ-সচেতন পুরবাসীদের বিব্রত করে। এ ছাড়া ভোটের আগে পুরসভা থেকে প্রকাশিত গত পাঁচ বছরের আয়-ব্যয়ের পুস্তিকায় অনেক জায়গায় খরচে বাস্তবতা খুঁজে পাননি পুরবাসীরা। সমালোচনা হয় তা নিয়েও। তাই পৌরবোর্ড পরিচালনায় সাফল্য পেলেও এই ধরনের নানা কারণে বোর্ড গঠনে বামফ্রন্টকে তৃতীয় পক্ষের সমর্থনের উপর নির্ভর করতেই হচ্ছে।

জাল সার্টিফিকেটের বলে (১ম পৃষ্ঠার পর)

বড় ছেলে অনিল সরকার ৮৪-তে পৌরসভায় চাকরীরত থাকাকালীন সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে যোগসাজসে মেয়ের নামে জাল সার্টিফিকেট বার করান। তখন উদ্দেশ্য ছিল চাকরীর ব্যবস্থা। বর্তমানে সেই সার্টিফিকেটের জোরেই শর্মিষ্ঠা কমিশনার পদে নির্বাচিত হয়েছেন। এঁদের পরিবারের অন্য সদস্যদের মধ্যে খোকন সরকার ছাড়া আর কেউ এই ধরনের জালিয়াতি করেননি বলে বিজেপি প্রার্থীর বক্তব্য। তাঁর আরও দাবী এই বিষয় নিয়ে অভিযোগ উঠতে পারে আশংকায় মহকুমা শাসকের কার্যালয় থেকে এই বিষয়ের সব কাগজপত্র লোপাটের নাকি চেষ্টা চলছে। ১৯৮৪ সালে মহকুমা শাসক ত্রিলোচন সিং-এর আমলে ৪৭নং বই থেকে ৪৭১৬নং সার্টিফিকেটটি ৭/১১/৮৪ তারিখে শর্মিষ্ঠা সরকারকে দেওয়া হয়। এই বিষয়ে মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার দিন থেকেই মহকুমা শাসককে লিখিতভাবে জানানো হয়। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সুশোভন দাসকে (১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা) এ বিষয়ে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি কোনো শুনানী ছাড়াই বিজেপি প্রার্থীর আবেদন খারিজ করেন বলে অভিযোগ। লক্ষ্মী দাসের বক্তব্য—বর্ণ হিন্দুরা শর্মিষ্ঠাকে ঢেলে ভোট দেন, আবার তপশিলীদেরও কিছু ভোট তিনি পান সরকার নির্বাচিত 'মহিলা তপশিলী' জোনে মহকুমা শাসকের ব্যর্থতায় এক বর্ণ হিন্দু নির্বাচিত হলেন। নির্বাচন কমিশনকে তিনি এই নির্বাচন অবৈধ বলে ঘোষণা এবং ঐ 'জালিয়াত মহিলার' শপথ বন্ধ করার আবেদন জানিয়েছেন। এ ছাড়া জাল সার্টিফিকেট বাজেয়াপ্ত করার দাবীতে আদালতে মামলা করা হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

(বিজয় বাঘিড়া, শেষের ঘর)

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯ (এসটিডি ০৩৪৮৩)

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।